প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন কর্মশালা
পটুয়াখালী
জুলাই ১৯–২২, ১৯৯০

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর এবং বে–অব–বেঙ্গল প্রোগ্রামের উদ্যোগে যে "মৎস্য সম্প্রসারণ উন্নয়ন" কার্যক্রম চলছে তার তৃতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিলো জেলে সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সমস্যা–কেন্দ্রিক প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈয়ার করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১১টি উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ, দুইজন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং ৪ টি বেসরকারী (কোডেক, আশা, এস, সি, আই এবং জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি) সংস্থার ২৭ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একই সাথে প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষক দল কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ফলো–আপ পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে তৃতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত কাজ হচ্ছে অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা–কেন্দ্রিক প্রকল্প প্রণয়ন ও তা' উপস্থাপনা। এ লক্ষ্যে এ কর্মশালাটি পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় বি, ও, বি, পি এর সদর কার্যালয় থেকে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত ছিলেন মিঃ রথীন্দ্রনাথ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মাননীয় পরিচালক জনাব এ, কে, আতাউর রহমান এবং খুলনা বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব ইমতিয়াজ আহমদ। এছাড়াও কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অধিবেশন অনুযায়ী কর্মশালার কার্য–বিবরণী ঃ

প্রথম দিন ঃ

প্রস্তুতি অধিবেশন/সময় ঃ ০৮৩০–১০০০ ঘন্টা।

এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষকদল ও বি, ও, বি, পি'এর প্রতিনিধিদের সাথে তাদের প্রকল্পসমূহ উপস্থাপনার কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মিলিত হন। অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দেয়া হয় যে প্রতি অংশগ্রহণকারী ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে উপজেলাভিত্তিক তাদের প্রকল্পের সার–সংক্ষেপ পরিচালকের সম্মুখে উপস্থাপনা করবেন। সার–সংক্ষেপ উপস্থাপনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি অবশ্যই থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের উপস্থাপনা প্রস্তুতির জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশন ঃ সময় ১০০০–১১৩০ ঘন্টা

প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব এ, কে, আতাউর রহমান, পরিচালক–মৎস্য অধিদপ্তর
বিশেষ অতিথি	ঃ	মিঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রতিনিধি–বি ও বি পি জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
সভাপতি	ঃ	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বরগুনার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বর্তমান কার্যক্রমের পর্যালোচনা করে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এ কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে অবহেলিত উপকূলীয় জেলেদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে এর সাথে আরো কিছু আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা গেলে বর্তমান কর্মসূচীটি আরো সুফল বয়ে আনতে পারে।

মিঃ আর, এন, রায় তার বক্তব্যে সম্প্রসারণ উন্নয়ন কর্মসূচীর পটভূমি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে উকূলীয় জেলেদের আর্থ–সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ব্যতীত যে কোন মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচী সুফল বয়ে আনতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন নবতর দৃষ্টিভঙ্গী এবং সম্প্রসারণ দক্ষতা। অবহেলিত জেলেদের সমস্যার আলোকে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হলে তা অবশ্যই দরিদ্র মৎস্যজীবীদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষকদলের পক্ষ থেকে মিঃ শহীদ হোসেন তালুকদার এই প্রকল্পের সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ জেলে সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন–তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। কেননা এ প্রকল্পসমূহ উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি বরং তা জনগণের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক কার্যক্রমের সফলতা কামনা করে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, মৎস্য উন্নয়ন সমস্যাটি অব্যশই জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে একটি সংশ্লিষ্ট বিষয়।

পটুয়াখালীর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, এক বছরব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা ও কর্মীরা যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা অবশ্যই মাঠ পর্যায়ে প্রতিফলন করতে হবে। তবে কর্মসূচীর চূড়ান্ত সফলতার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে তিনি এ জেলার কর্মকর্তা ও কর্মীর স্বল্পতার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে এ জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে ৪টিতেই উপজেলা কর্মকর্তার পদ শুন্য রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি মাননীয় পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক এ কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এটি একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প। এর যথার্থ কৃতকার্যতার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের জাতীয়ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। তিনি এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মীদেরকে এ প্রকল্পটি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন যে, ষ্টাফ স্বল্পতা নিঃসন্দেহে প্রকল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়।

বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন এবং যতদূর কম সময়ের মাধ্যে সম্ভব এ সমস্যাটি দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবশেষে খুলনার বিভাগীয় সহকারী পরিচালক প্রকল্পের সফলতা কামনা করে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা অধিবেশন ঃ পরিচালকের উপস্থিতিতে উপজেলাওয়ারী প্রকল্প উপস্থাপনা।

সময়ঃ ১১৪৫–১৩০০ ঘন্টা। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন উপজেলার অংশগ্রহণকারীগণ দলীয়ভাবে তাদের প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা করেন। উপজেলাওয়ারী প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

	উপজেলা			প্রকল্প
১.	পটুয়াখালী সদর	ঃ	ক.	মুরগী পালন ও টিকাদান কর্মসূচী
			খ.	প্রদর্শণী মৎস্যচাষ প্রকল্প
			গ.	সেনিটারী লেট্রিন সরবরাহ
			ঘ.	বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী
২.	দশমিনা	ঃ	ক.	জাল ও নৌকা মেরামত
			খ.	বনায়ন কর্মসূচী
৩.	পাথরঘাটা	ঃ	ক.	চিংড়ী–কার্প মিশ্রচাষ
			খ.	স্বাস্থ্য–শিক্ষা
			গ.	নৌকা ও জাল মেরামত
			ঘ.	ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ

উপজেলার অংশগ্রহণকারীরাই অংশ নেন।

- উপস্থাপিত প্রতিটি প্রকল্পের উপরই বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শসমূহ অংশগ্রহণকারীরা তাদের নোট খাতায় লিখে রাখবেন।
- বর্তমান আলোচনা শেষ হওয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন এবং জুলাই মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তাবনার ২টি কপি (প্রতিটির) সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তার নিজজেলার সমস্ত উপজেলার প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ একটি (Covering letter) সহ ঢাকায় বি ও বি পি কার্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নেবেন।

  সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি প্রকল্প উপকারভোগীদের দ্বারা manageable না, তবে তা বাদ দেওয়া হতে পারে।
- আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের (উপজেলাওয়ারী) নাম জানা যাবে এবং এর পরই কেবল তা বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে পারে।

এ পর্যায়ে মিঃ আর, এন, রায় উপজেলাওয়ারী প্রস্তুতকৃত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়সমূহের উপর আরো বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার আহবানজানান।

- মূল সমস্যাসমূহ কি (জেলেদের ক্ষেত্রে)?
- সমস্যাসমূহ সমাধানের পথ কিরূপ হতে পারে?
- সমস্যা সমাধানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কি আদৌ কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম?
- প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা কেমন হবে?

- প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলার নিজস্ব কোন সমস্যা আছে কি?
- বাজেট কি ঠিকমত (বস্তুনিষ্ঠ) করা হয়েছে?

প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ সময় ১৩২০-১৫৩০ ঘন্টা

মাছ ধরা পরবর্তী প্রকল্পসমূহ

উপজেলাওয়ারী এ সম্পর্কীত প্রকল্পের নাম/ধরনঃ

উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম
১. পাথরঘাটা	১. ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ
২. পটুয়াখালী (বাঃ জাঃ মঃ সঃ)	২. মাছের ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণদান
৩. গলাচিপা (এস, সি, আই)	৩. মাছ শুটকীকরণ
৪. মীর্জাগঞ্জ	৪. বরফ সরবরাহ

উল্লেখিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রথমদিন শুধু পটুয়াখালী থেকে উপস্থাপিত মাছের ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রকল্পের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রকল্পের উপর বিস্তৃত ফিড-ব্যাক দেয়া হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তা লিপিবদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় দিন

প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ Post harvest projects.

১. এ পর্যায়ে প্রথমেই ইলিশমাছ লবণজাতকরণ প্রকল্পের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। উপস্থাপক উল্লেখ করেন যে- মাছের রং এবং গন্ধের উৎকর্ষ সাধন করা গেলে এবং একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিমিত ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে তা' জেলে সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খার পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। প্রশিক্ষকদলের পক্ষ থেকে ৩টি বিষয়ের উপর আরো মৌলিক পর্যবেক্ষণের আহবান জানানো হয়ঃ
   - মাছ বাজারজাতকরণ
   - প্রযুক্তি
   - প্রকল্প পরিকল্পনার বস্তুনিষ্ঠ সম্ভাব্য কাঠামো বিন্যাস

যদি আরো বস্তুনিষ্ঠ প্রকল্প উপস্থাপনা করা যায়, তবে বি ও বি পি হয়তো আগামীতে এ সমস্ত বিষয়ের উপর কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

২. মাছ শুটকীকরণ প্রকল্পের উপস্থাপনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প প্রণয়নে যথেষ্ট অনুশীলন এবং তথ্যানুসন্ধান করা হয় নি। এ প্রেক্ষিতে মাছ বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর আরো বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণের আহবান জানানো হয়।

প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ মুরগী পালন

উপজেলাওয়ারী এ সম্পর্কীত প্রকল্পের নাম/ধরনঃ

উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম
১. পটুয়াখালী সদর	১. মুরগী পালন ও টিকাদান কর্মসূচী
২. বাউফল	২. মোরগ-মুরগী পালন ও টিকাদান কর্মসূচী
৩. আমতলী	৩. মোরগ-মুরগী পালন ও টিকাদান কর্মসূচী

এ প্রকল্পের প্রথম উপস্থাপক ছিলেন পটুয়াখালী সদর উপজেলা। প্রকল্প কাঠামো অনুযায়ী তারা প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেন এবং অধিবেশনে পেশ করেন। প্রকল্প কাঠামোর প্রতিটি ছকের উপর বিস্তারিত ফিড-ব্যাক দেয়া হয় এবং একই ধরনের প্রকল্পের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরাও তা লিপিবদ্ধ করেন। তবে চূড়ান্ত প্রকল্প প্রস্তাব পেশের পূর্বে এ সমস্ত প্রকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে বলা হয়।

তৃতীয় দিন

১. প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ বৃক্ষরোপণ

উপজেলাওয়ারী এ সম্পর্কীত প্রকল্পের নাম/ধরনঃ

উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম
১. পটুয়াখালী সদর	১. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী
২. আমতলী	২. সামাজিক বনায়ন
৩. দশমিনা	৩. বনায়ন কর্মসূচী
৪. গলাচিপা (এস, সি, আই)	৪. বনায়ন কর্মসূচী

এ প্রকল্পের প্রথম উপস্থাপক ছিলেন আমতলী উপজেলা। প্রকল্প কাঠামোর প্রতিটি বিষয়ের উপরই বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দেয়া হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই বেশ কিছু অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। চূড়ান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপনাকালে এ সমস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় সংশোধনী করতে বলা হয়।

২. প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ মাছ চাষ

উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম/ধরন
১. পটুয়াখালী সদর	১. প্রদর্শনী মৎস্যচাষ প্রকল্প
২. পাথরঘাটা	২. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
৩. মীর্জাগঞ্জ	৩. কার্প নার্সারী
৪. বরগুনা	৪. কার্প নার্সারী
৫. গলাচিপা	৫. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
৬. কলাপাড়া	৬. চিংড়ী-কার্প মিশ্রচাষ
৭. বামনা	৭. নাইলোটিকা মাছ চাষ
৮. গলাচিপা (কোডেক)	৮. সমন্বিত নাইলোটিকা, হাঁস-মুরগী ও সব্জি চাষ

মৎস্য-বিষয়ক প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রথম উপস্থাপক ছিলেন কোডেক প্রতিনিধি (সমন্বিত প্রকল্প)। প্রকল্পের কারিগরী দিকসমূহ নিয়ে সবাই বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিড-ব্যাক দেয়া হয়। একইভাবে মৎস্য বিষয়ক অন্যান্য প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহও উপস্থাপিত করা হয়। সাধারণভাবে বলা চলে এ সমস্ত প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ তুলনামূলকভাবে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ছিলো এবং কারিগরী দিক দিয়ে উপযুক্ত ছিলো। এক্ষেত্রে নির্দেশিকাসমূহ সহায়িকা হিসাবে ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করেন। তবু প্রকল্প কাঠামোর কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংশোধনী দেয়া হয় (যেমন বাস্তবায়ন পদ্ধতি, দায়িত্ব ইত্যাদি) যা চূড়ান্ত প্রস্তাবনা তৈরীর সময় ঠিক করা হবে।

৩. প্রকল্প প্রস্তাবনাঃ ধাপ প্রকল্প ঃ জাল ও নৌকা মেরামত

'জাল ও নৌকা মেরামত' শীর্ষক প্রকল্পটি সবকটি (১১টি) উপজেলা থেকেই প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এটি মূলতঃ ১টি ঋণভিত্তিক প্রকল্প। যেহেতু প্রতিটি উপজেলায় যথেষ্ট মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মী নেই, ঋণদানের মতো প্রকল্পে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সেহেতু এ প্রকল্পে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে বার বার বলা হয়। তবে যারা এ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছেন-তাদেরকে প্রকল্প উপকারভোগী নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত উপকারভোগীদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপনের গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করেন। ঋণ প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে ঋণের ধরন কি রকম হবে, ঋণ পরিচালনা পদ্ধতি, ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে খুব সত্বর বি ও বি পি'এর পক্ষ থেকে একটি নীতিমালা পেশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রশিক্ষকদলের বিস্তারিত আলোচনা এবং মতামত প্রদানের প্রেক্ষাপটে চূড়ান্ত প্রস্তাবনা পেশের পূর্বে আরো বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা সবাই উপলব্ধি করেন।

চতুর্থ দিন

১. প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ স্বাস্থ্য কর্মসূচী

উপজেলা অনুযায়ী এ সম্পর্কীত প্রকল্পের নাম/ধরনঃ

উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম
১. পাথরঘাটা	১. স্বাস্থ্য শিক্ষা
২. বামনা	২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা
৩. মীর্জাগঞ্জ	৩. স্বাস্থ্য-শিক্ষা

এ প্রকল্পের প্রথম উপস্থাপক ছিলেন পাথরঘাটা উপজেলা। প্রকল্প কাঠামোর প্রতিটি অধ্যায় যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যক প্রদান করা হয়।

২. প্রকল্প উপস্থাপনা ঃ বয়স্ক-শিক্ষা (Adult Education):

এস, সি, আই (এন, জি, ও) এর পক্ষ থেকে এ প্রকল্পটি প্রস্তাবনা করা হয়। জেলেদের উপযোগী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য এ ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন "কোডেক" এর সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেয়া হয়।

শেষ অধিবেশন ঃ কর্মপরিকল্পনা

উপস্থাপিত প্রতিটি প্রকল্পের খুটিনাটি সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বর্তমান কর্মশালাটি সমাপ্তির দিকে। এ পর্যায়ে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. আগামী ৩১ শে জুলাই '৯০ এর মধ্যে প্রতিটি প্রকল্প প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে নুতনভাবে প্রস্তুত করা হবে (বর্তমান কর্মশালার পরামর্শ অনুযায়ী)। প্রকল্প প্রস্তাবনা নতুনভাবে তৈরীর পর প্রতিটি প্রকল্পের ২টি কপি করা হবে। এর মধ্যে ১টি কপি উপজেলার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেবেন এবং অন্যটি নিজেদের কাছে সংরক্ষিত করবেন। জেলা কর্মকর্তা তার সমস্ত উপজেলার প্রকল্পসমূহ সংগ্রহ করে একটি চিঠিসহ ১লা আগষ্টে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

২. আগামী সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরে দল গঠন এবং ঋণদান কর্মসূচীর উপর একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রতি ৩ মাস অন্তর কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এ সমস্ত কর্মশালায় প্রকল্পসমূহের সমস্যাসমূহ এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক কার্যক্রমের পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪. কিছু কিছু বিশেষ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. আগামী ৩১ শে জুলাই '৯০ এর মধ্যে যে চূড়ান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ দাখিল/জমা দেওয়া হবে, তার আংগিক হবে নিম্নরূপ (প্রতিটি প্রকল্পের জন্য)ঃ

ক. প্রথম পৃষ্ঠা - কভার পৃষ্ঠা

খ. দ্বিতীয় পৃষ্ঠা - সূচিপত্র
(নিম্নবিষয়সমূহ থাকবে)

- প্রকল্পের নাম
- প্রকল্পের অবস্থান
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠী
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য
- প্রকল্পের মেয়াদকাল
- প্রস্তাবিত বাজেট
  - ক. মোট প্রকল্প খরচ
  - খ. জেলেদের নিজস্ব অংশীদারিত্ব
  - গ. ঋণ তহবিল
  - ঘ. অফেরতযোগ্য চালু ব্যয়
  - ঙ. প্রয়োজনীয় টাকা (গ+খ)
- দায়িত্ব (Responsibility)

গ. তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে পূর্ব কর্মশালায় পেশকৃত ছক অনুযায়ী যথারীতি প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হবে।

৬. গুণগতভাবে উন্নত, গঠনশৈলীতে যৌক্তিক এবং উপস্থাপনা কৌশলে নৈপুণ্যমন্ডিত ৩টি শ্রেষ্ঠ প্রকল্প প্রস্তাবককে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

পরিশেষে, প্রশিক্ষকদল এবং বি ও বি পি'এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামীতে আরো বস্তুনিষ্ট কাজের আহবান জানিয়ে ৪ দিনব্যাপী এ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রশিক্ষক দল ঃ

১. শহীদ হোসেন তালুকদার
২. শিবব্রত নন্দী

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

	নাম	পদবী	জেলা/উপজেলা
১.	কাজী আবুল কালাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
২.	মোঃ গোলাম রসুল	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা
৩.	আলাউদ্দিন আহমেদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
৪.	মোঃ শাহ আলম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
৫.	আবুল কাসেম খান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আমতলী
৬.	জগদীশ চন্দ্র বসু	ক্ষেত্র সহকারী	আমতলী
৭.	শংকর চন্দ্র হাওলাদার	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
৮.	মোঃ নুরুল ইসলাম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
৯.	মোঃ নজরুল ইসলাম	ক্ষেত্র সহকারী	পাথরঘাটা
১০.	মোঃ মতিউর রহমান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
১১.	মোঃ রুহুল আমিন	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
১২.	আব্দুস সালাম	ক্ষেত্র সহকারী	পটুয়াখালী
১৩.	মীর সাব্বির আহমেদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
১৪.	মোঃ মজিবুল মান্নান	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
১৫.	আব্দুল মজিদ খাঁন	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	দশমিনা
১৬.	মোঃ মাহবুবুল আলম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	কলাপাড়া
১৭.	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা
১৮.	মোঃ খলিলুর রহমান	ক্ষেত্র সহকারী	বরগুনা
১৯.	মোঃ আব্দুল হাই	ক্ষেত্র সহকারী	মীর্জাগঞ্জ
২০.	মোঃ মোজাম্মেল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা
২১.	মোঃ শামছুল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বাউফল
২২.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	জরিপ কর্মকর্তা	বরগুনা
২৩.	মোঃ শাহজাহান	জরিপ কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
২৪.	মশিউদ্দিন আহমেদ টিপু	এরিয়া সমন্বয়কারী	কোডেক (এনজিও)
২৫.	মোঃ হারুন	এরিয়া সমন্বয়কারী	এস, সি আই (এনজিও)
২৬.	মোঃ নুরুল ইসলাম	প্রতিনিধি	মৎস্যজীবী সমিতি